NARAJOLE RAJ COLLEGE

Subject – Sanskrit Topic – history of Sanskrit Drama

Teacher – Barnali Banerjee

ভবভূতির পরিচিতি :

ভাস , অশ্বঘোষ, কালিদাসের পর সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জগতে করুণরসাত্মক নাটক রচনা করে যে প্রতিভাধর নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি হলেন শ্রীকণ্ঠ উপাধিভূষিত ভবভূতি । দশ অঙ্কের মালতীমাধব প্রকরণ ও সাত অঙ্কের মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নাটক রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন । তাঁর এই তিনটি গ্রন্থেই ***"শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছননাভবভূতির্নাম"*** *নাট্যকার সম্বন্ধে এরূপ বলা হয়েছে ।টীকাকার বীররাঘব বলেছেন শ্রীকণ্ঠ নাট্যকারের পিতৃদত্ত নাম, আর ভবভূতি পরবর্তী সময়ে অর্জিত নাম মাত্র।*

ভবভূতির মোট তিনটি রচনা পাওয়া যায় -

১) মহাবীরচরিতম্ - ৭ টি অঙ্ক বিশিষ্ট ।

২) মালতীমাধবম্ - ১০ টি অঙ্ক বিশিষ্ট প্রকরণ জাতীয় রচনা ।

৩) উত্তররামচরিতম্ - ৭ টি অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক ।

এইগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক উত্তররামচরিতম্ । বলা হয় -

" উত্তরেরামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে " ।।

ভবভূতির রচনা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ।বিদর্ভের পদ্মপুরে তার জন্ম হয়। তিনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।উপাধি ছিল উদুম্বর। তার পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং পিতামহের নাম ভট্টগোপাল । তাঁর মাতার নাম ছিল জাতুকর্ণী। ভবভূতির প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ কিন্তু শিবের উপাসক বলে তিনি ভবভূতি আখ্যা লাভ করেন। রাজশেখর 'বালরামায়ণে ভবভূতিকে

বাল্মীকির অবতার বলা হয়েছে।সপ্তম শতকের শেষভাগ বা অষ্টম শতকের প্রথম ভাগই ভবভূতির স্থিতিকাল।

মহাবীরচরিতম্ :

মহাবীরচরিত কবির প্রথম রচনা। এতদ্ সত্ত্বেও বিষয়গৌরব, প্রকাশভঙ্গি ও রস উপস্থাপনায় তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।রামায়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাতটি অঙ্ক সমন্বিত এই নাটকে রামচন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর চরিতকথা নাট্যাকার এখানে উপস্থাপিত করেছেন।আনন্দও এখানে স্পষ্ট।

সীতার বিবাহ থেকে শুরু করে রাবণবধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেকের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।চরিত্রচিত্রনে নাট্যকার সিদ্ধহস্ত। নাটকটির মুখ্য রস বীররস ও পাশাপাশি করুণ প্রভৃতি অন্যান্য রসেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার নাটকটিকে অনাকর্ষক করে তুলেছে ঠিকই কিন্তু এর উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হয়নি চরিত্রচিত্রনে নাট্যকার সিদ্ধহস্ত। নাটকটির মুখ্য রস বীররস ও পাশাপাশি করুণ প্রভৃতি অন্যান্য রসেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার নাটকটিকে অনাকর্ষক করে তুলেছে ঠিকই কিন্তু এর উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হয়নি।

মালতীমাধবম্ :

মালতীমাধবম্ ভবভূতির প্রথম রচনা। দশ অঙ্কে রচিত এটি প্রকরণ শ্রেণীর নাটক।কাহিনীর উৎস গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। পদ্মাবতীরাজের মন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা মালতী এবং বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত পুত্র মাধবের প্রেম ও পরিশেষে পরিণয় নাটকটির বিষয়বস্তু।

পদ্মাবতীরাজের মন্ত্রী ভূরিবসুর দুহিতা মালতী এবং বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত-

তনয়মাধব। দুই মন্ত্রীই ছিলেন আবাল্য-বদ ও সহপাঠী। তারা আপন আপন পুত্র কন্যার।একসময়ে বিবাহ দেবেন বলে স্থির করেছিলেন।

যথাকালে (বিবাহের বয়স হলে) দেবরাত বন্ধু ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে স্বীয়পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত মাধবকে তার বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে পদ্মাবতীনগরীতে পাঠান।ভূরিবসুও তার বান্ধবীস্থানীয়া পরিব্রাজিকা কামন্দকীকে মালতী-মাধবের বিবাহের ব্যবস্থাকরার অনুরোধ জানান। এদিকে পদ্মাবতীরাজ তার বন্ধুপুত্র নন্দনের সঙ্গে মালতীরবিবাহ দিতে আগ্রহী হন। মালতীর সখী নন্দনের বোন মদয়ন্তিকা। মদনোদ্যানে মকরন্দ সহ মাধবের সঙ্গে মদয়ন্তিকা-সহ মালতীর সাক্ষাৎ ঘটেএবংপরস্পর -পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন। ইত্যবসরে একটি বাঘ খাঁচা ভেঙে বের হয়েমদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করলে মকরন্দ বাঘের থাবা থেকে রক্ষা করেন তাকে। বিবাহ-ব্যাপারে পদ্মাবতীরাজ ভীষণ তৎপর হলে মাধব দৈবানুগ্রহলাভের আশাযপ্রেতগণের সন্তোষবিধানের জন্য চামুণ্ডামন্দিরে উপজোস্থিত হন। সেখানে তিনি দেখতেপান কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে চুরি করে এনে বলি দেবারজন্য উদ্যোগী হয়েছে। মাধব অঘোরঘন্টকে হত্যা করে উদ্ধার করেন মালতীকে।কাপালিকা কপালকুণ্ডলা এর প্রতিশোধ নেবেন বলে চলে যান। রাজার ইচ্ছায় নন্দনেরসঙ্গে মালতীর বিবাহ স্থির হলে বিবাহের । পূর্বকৃত্য হিসাবে মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েকামন্দকীর চাতুর্যে মালতী-মাধবের মিলন হয় এবং তারা পালিয়ে যান। এদিকে মকরন্দমালতী সেজে নন্দনকে বিবাহ করে তাকে প্রহার করে বিতাড়ন করেন। মদয়ন্তিকাভ্রাতার পত্নীকে তিরস্কার করতে এসে চিনতে পারেন আপন প্রণয়ীকে এবং উভয়েপালিয়ে গিয়ে মালতী-মাধবের সঙ্গে মিলিত হন। নগরের রক্ষীরা তাদিকে অনুসরণকরে ধরতে এলে মাধব ও

মকরন্দ ঐ রক্ষীদলকে পরাস্ত করেন। কিন্তু ঐ সংঘর্ষের সুযোগে কাপালিকা কপালকুণ্ডলা পুনরায় মালতীকে অপহরণ করেন। কামন্দকীর একশিষ্যা সৌদামিনী উদ্ধার করেন মালতীকে। পদ্মাবতীরাজ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে দুইপ্রণয়ীযুগলের বিবাহব্যাপারে অনুমোদন প্রদান করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে নাটকটি নাট্যকারের প্রথম রচনা তাই কাহিনীগতশিথিলতা, নাটকীয় বিষয়বস্তুর কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্যহীনতা, ভাষা-ব্যবহারে পরিমিতিবোধেরঅভাব, ভাবাতিশয্য, গদ্যাংশের আধিক্য, মূলকাহিনীর চেয়ে উপকাহিনীর প্রাধান্যপ্রাপ্তি ও প্রকৃতি ত্রুটি গুলি থাকায় এটি সমালোচিত হয়েছে ।ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এটি যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ,মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে দৃশ্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মালতীমাধব' অগ্রণী এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হবার যোগ্য। প্রকরণটিতে স্থানে স্থানে অকৃত্রিম কাব্যগুণপ্রশংসার দাবি রাখে। চরিত্র চিত্রণে ভবভূতি এই প্রকরণে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শনকরেছেন। এখানে নাট্যকারের জীবনদর্শন করুণরসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।লঘুরস অবতারিত হয়নি নাট্যকৃতিতে। সে কারণে, বিদূষকচরিত্র এর মধ্যে অনুপস্থিত।

উৎকট বীভৎস-রসের পরিবেশনায় ভবভূতি সবিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

উত্তররামচরিতম্ :

উত্তররামচরিত নাটকটি ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক । করুণরসসিক্ত উক্ত নাটকটি সাতটি অংক সমন্বিত । মূল বাল্মিকী রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হলেও, নাট্যকার প্রয়োজনে নাটকীয় পট পরিবর্তনের

মধ্য দিয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । রামায়ণের বিয়োগান্তক কাহিনীকে মিলনান্তক কাহিনীতে পর্যবসিত করেছেন । প্রথম অংকে রয়েছে চিত্র দর্শনের মধ্যে দিয়ে সীতার তপবন দর্শনের ইচ্ছা এবং রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় অংকের রয়েছে বাল্মিকী কর্তৃক লব কুশের পালন এবং রামচন্দ্রের যজ্ঞের আয়োজন , তৃতীয় অঙ্কে আছে তমসা ও মুরলার কথোপকথন , চতুর্থ অঙ্কে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, পঞ্চমুখী রাম এবং লব কুশের যুদ্ধ , ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কে দেখা যায় বাল্মিকী প্রণীত কাব্যের নাট্যরূপ দান , তার অভিনয়, এবং দর্শনের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের সীতার প্রতি প্রেম প্রগাঢ় হওয়া, রামচন্দ্র সীতা মিলন।

কাহিনীবিন্যাস , চরিত্র-চিত্রনএবং সর্বোপরি করুণ রসের সংযোজনায় নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক রূপে পরিগণিত হয়েছে।